লিখছেন অরবিন্দ রায় ...

১৮ জুলাই ২০২০

এই পক্ষের বিশেষ কলাম :

করোনা আক্রান্ত ভারত

করোনা আক্রান্ত পৃথিবীতে মৃত্যুর মিছিলে আজ বিধ্বস্ত মানবতা। দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব মিলে মিশে একাকার। আতঙ্কিত বিশ্ব জনপদ, আতঙ্কিত প্রতিটি হৃদয় ।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবের কালে এ দেশের মানুষও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ বৈশ্বিক মহামারীর নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসায় ধনী-গরীব বৈষম্যের কথা উঠে এসেছে। বর্তমানে দেশে চিকিৎসা বৈষম্য ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে-যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পাননি। বেঁচে থাকাবস্থায় নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারেননি তারা করোনা আক্রান্ত কিনা।

কোভিড-১৯ রোগের নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসায় আশানুরূপ সফলতা ও অনুকূল পরিবেশ বিষয়ে নানা ঘাটতি দেখা গিয়েছে। করোনার সত্যিকার চিত্র এ দেশে নির্ধারণ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে কেউ কিছু নিশ্চিত করে জানে না। তবে এটা ঠিক, অনেকে এখন বুঝতে পারছেন আমাদের দেশে অর্থকড়ি থাকলেও একজন মানুষও নিরাপদ নয়।

করোনা মহামারি আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন নতুন করে তুলে ধরেছে। প্রশ্নগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক। করোনা সংক্রমণ রুখতে আমাদের দেশে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতা চলছে। এই লড়াই ভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে। কিন্তু , দেশের আর্থসামাজিক বৈষম্য এই লড়াইয়ে আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত মানবিক ও দায়িত্বশীল সেক্টর। এ সেক্টরে দুর্নীতি ও বৈষম্য কারো কাম্য নয়। এক দিকে বৈশ্বিক মহানারীর কারণে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন, অন্য দিকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত এবং সাধারণ রোগীর সুচিকিৎসা না পাওয়া দেশের মানুষ কোন অবস্থাতে আশা করে না। যার কারণে সুচিকিৎসা এবং সময়মত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে দেশে অসংখ্য গরীব ও সাধারণ মানুষের জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে। আক্রান্ত সাধারণ নাগরিক অর্থাৎ “এনআইপি” (নট ইম্পরট্যান্ট পারসন) দের মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা দিতে আমরা নিজেদের ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই নির্লজ্জের মত প্রমাণ করেছি। দোষ কার তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে চাই না। আর এটা তর্ক-বিতর্কের সময়ও নয়। একজন সাধারণ মানুষের জীবনের কি কোনই মূল্য নেই এই দেশে?

©Ishan Kotha

কিন্তু , করোনার এই কালবেলায়, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ। একজন রোগীও যতক্ষণ করোনা আক্রান্ত থেকে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের "ভিআইপি"-রা কিন্তু কেউই নিরাপদ নন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। জীবনের মৌলিক চাহিদা তো সবারই একই রকম। সেখানে আবার ভিআইপি আর এনআইপি কি? আমাদের সংবিধানের অনুযায়ী, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দ্বায়িত্ব হলো, তার প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য করা আসলে কতটা যৌক্তিক? আমাদের সংবিধানের অনুযায়ী, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বাসস্থান বা পেশাগত কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। আমি মনে করি, জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যখন কোন রাষ্ট্র নিষ্ঠুর বৈষম্য সৃষ্টি করে, তখন সেটা "মানবতার সংকট" ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুজরাট রাজ্যের আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে কোভিড-১৯ ওয়ার্ডগুলো রোগীর ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আলাদা করে রাথা হচ্ছে। বুধবার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আহমেদাবাদ সিভিল হসপিটালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার গুনভান্ট এইচ রাঠোর বলেন, 'সাধারণত পুরুষ ও নারীর রোগীর জন্য ওয়ার্ড আলাদা করা হয়। কিন্তু আমরা এখানে হিন্দু ও মুসলিমের জন্য আলাদা ওয়ার্ড করেছি। এটা সরকারি নির্দেশ।

গরিব খেটে খাওয়া মানুষরা জোর বিশ্বাস করছে, তাদের করোনা হবে না। করোনা রোগীদের বয়স নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন দেখা যায়। বয়সের ব্যাপার নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বাড়তি উৎসাহ। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে কোনো রিপোর্ট করা হয় না। তবে প্রতিদিন এ দেশের নামীদামি মানুষ মারা যাওয়ার অনেক বেশি খবর এখন পাওয়া যাচ্ছে। আক্রান্তের ক্ষেত্রেও একই ধরনের খবর চারদিকে চাউর হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে ----মানুষকে সেবা না দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি হাত গুটিয়ে নেয়, সেটিকে তখন আর হাসপাতাল বলা যায় না ।

ভারতে বেসরকারি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা, চিকিৎসার নামে মোটা অঙ্কের বিল আদায় করে গরিব মানুষদের পথে বসানোর অভিযোগ নতুন নয় । কর্পোরেট হাসপাতালগুলো অর্থলোভী চিকিৎসক, ওষুধ ব্যবসায়ী আর ছোট ছোট ক্লিনিকগুলোর সহায়তায় চিকিৎসাসেবাকে যে গরিবের আতঙ্ক বানিয়ে ছেড়েছে – এই বিষয়টি গত কয়েক বছরে বহুবার বহু ঘটনার মাধ্যমে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়েছে । 'দু'মাস আগে সরকারের মনোভাব ছিল, ভর্তি না হয়ে কোভিড পরীক্ষা করা যাবে না । কেন? না, যে কোভিড পজিটিভ হবে, তাকে আমরা ধরে রেখে দেব । বেরোতে দেব না । অতএব এটা ছড়াবে না, এভাবে কন্ট্রোল করে দেব । এটা দু'মাস আগে ছিল । এখন হচ্ছে, 'গেট লস্ট'! বাড়িতে চিকিৎসা করো, হোম কোয়ারান্টিন করো, প্রাইভেটে পরীক্ষা করো, যা খুশি করো, কিন্তু আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না । এখন মনোভাব এরকম৷ যতক্ষণ না একটা অক্সিজেন, বা ভেন্টিলেটর ধরনের কিছুর দরকার হচ্ছে, এসে জ্বালাবে না ।

সম্প্রতি রাজধানী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন । সেখানে তিনি বলেছেন, যে হারে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে হাসপাতালগুলিতে রোগীদের বেড দেওয়া সম্ভব হবে না । বেসরকারি হাসপাতালগুলির কাছেও সহায়তা চেয়েছিলেন তিনি । তাতে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত আইসিইউ বেড নেই । নেই ভেন্টিলেটর । অগত্যা, ব্যাঙ্কোয়েট হল, স্টেডিয়ামে বিকল্প হাসপাতাল তৈরির কথা ভাবছে সরকার৷ কেন সরকারকে এমনটা ভাবতে হচ্ছে?

করোনা-কালে হাসপাতালগুলি সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা করছে না। গত দুই মাসে একাধিকবার এই অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালগুলিও নানা যুক্তি দিয়েছে। গোটা দেশেই একই অভিযোগ বার বার সামনে আসছে। কিছু দিন আগে দিল্লির এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন, হৃদরোগে আক্রান্ত বাবাকে নিয়ে একের পর এক হাসপাতালে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু কোনও হাসপাতালই তাঁর বাবাকে ভর্তি নিতে চায়নি। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না।

পুরো ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অবস্থাই কার্যত উপর থেকে চকচকে, ভিতরটা ফাঁপা। ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় পরিকাঠামোর খামতি। দক্ষিণের কয়েকটি শহর বাদ দিলে দেশের অন্য নগরগুলিরও একই অবস্থা। অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয়ে যায় বাইরের চাকচিক্যে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয় না।যদি হতো, দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল আজ এভাবে ভুগতো না। আইসিইউতে বেড নেই। পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর নেই। চিকিৎসকদের জন্য যথেষ্ট পিপিই কিট নেই।

যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা স্বাভাবিক সময় নয়। করোনার কারণে হাসপাতালগুলির উপর চাপ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও ঠিক, করোনা দেশের সরকারি হাসপাতালগুলির আসল চেহারা বাইরে নিয়ে এসেছে।আসলে এ দেশে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই পাতলা সুতোর উপর ঝুলে আছে। একটু নাড়া লাগলেই সবটা ভেঙে পড়বে। এতদিন ওই দোলাটা লাগেনি। করোনা এসে দোলা লাগিয়ে দিয়েছে। পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। সাধারণ টেস্টের ব্যবস্থাই তো এখনও পর্যন্ত ঠিক করে করা গেল না। গ্রামের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ।এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীদের ভর্তিই করা যায় না। নিয়ে গেলেই রেফার করে দেওয়া হয়। রাস্তাতেই মৃত্যু হয় বহু রোগীর।বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মানসিকতা থেকেই এই কাজটি করছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি। করোনার চিকিৎসার সাধারণ পরিকাঠামো তৈরি করে তারা খরচ বাড়াতে চাইছে না। ফলে ঝাঁপ ফেলে রাখছে। অথচ তাদের কাছে কিন্তু ভেন্টিলেটর আছে। আইসিইউ, আইটিইউ পর্যন্ত আছোকরোনার সময়ে দেশের বহু বেসরকারি হাসপাতাল কার্যত ঝাঁপ ফেলে বসে আছে। পাছে করোনা রোগী হাসপাতালে ঢুকে পড়ে ! পাছে হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে !

লখিন্দরের বাসরঘরে করোনার মত মহাদানবের ঢোকার জন্য ছিদ্রের প্রয়োজন নেই। সবাইকে নিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা না করলে, করোনা মহাদানব ভেঙ্গে-চুড়ে দুমড়ে-মুচড়ে সব শেষ করে দিবে। কেউ বাঁচতে পারবো না আমরা তখন।

(C) Ishan Kotha